ঝিনাইদহে নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন মুজিবর রহমান

নুতন জেলা প্রশাসক হিসেবে আগামী রোববার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন মুজিবর রহমান। তিনি বিদায়ী জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথের স্থলাভিসিক্ত হবেন। গতকাল শনিবার প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মকর্তাগণ ঝিনাইদহ সার্কিট হাউজে নুতন জেলা প্রশাসককে স্বাগত জানান।
বিদায়ী জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথকে আগামী রোববার ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদের হল রুমে ফেয়ারওয়েল প্রদান করা হবে।

ঝিনাইদহে কৃতি শিক্ষার্থী, আদর্শ শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা

ঝিনাইদহে ২০১৭ ও ১৮ সালের কৃতি শিক্ষার্থী, আদর্শ শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। ঝিনাইদহ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে গতকাল শুক্রবার বিকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে এ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
ঝিনাইদহ ফাউন্ডেশন এর সভাপতি ও জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস।
অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঝিনাইদহ জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও ঝিনাইদহ ফাউন্ডেশনের প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান।

অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে ২০১৭ ও ১৮ সালের জেলার ৬ উপজেলার মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কলেজ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ ৪১ জন শিক্ষার্থী, ৩৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৬ জন আদর্শ শিক্ষককে সম্মাননা প্রদান করা হয়। পরে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সকালে আয়োজন করা হয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা।

দুর্ঘটনা কেড়ে নিয়েছে ফারুকের স্বপ্ন

স্বপ্ন ছিল চাকুরী করে ২ টি সন্তান মানুষ করব। অবিবাহিত এক বোনকে বিয়ে দিব। মা-বাবাকে ভালো মত দেখাশোনা করব। চাকুরী পেয়েছিলাম। ভালো বেতনও পাচ্ছিলাম। কিন্তু এক সড়ক দুর্ঘটনা আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। এখন আমার সংসার চালানোই কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। একজনের সহযোগিতা ছাড়া উঠতে পারিনা। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণে বেঁচে গেলেও একটি পা কেটে ফেলতে হয়েছে। একটি প্লাস্টিকের পা লাগিয়ে চলাফেরা করব তাও কেনার সামর্থ্য নেই আমার’। এভাবেই কষ্টের কথা বলছিলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের বাসুদেবপুর গ্রামের মকবুল মন্ডলের ছেলে ফারুক হোসেন (৩০)।
গত বছরের ২৩ আগস্ট শহরের সিটিমোড়ে ফল বোঝায় ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন সে। বাবা-মা সহায়-সম্বল বিক্রি করে চিকিৎসা করিয়ে কোনমতে প্রাণে বাঁচাতে পারলেও হারিয়েছেন তার ডান পা। এখন পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় চলাফেরা করতে হয় তার। একটি প্লাস্টিকের পা লাগাতে চেয়েছেন টাকার জন্য তাও কিনতে পারছেন না। পিতা মকবুল মন্ডল বলেন, আমার ছেলে মাস্টার্স শেষ করে একটি কোম্পানীতে চাকুরী করছিল। তার পোস্টিং ছিল নোয়াখালীর লক্ষীপুরে। গত বছর বাড়িতে এলে দুর্ঘটনা ঘটে। এখন সংসার চালাতে পারছি না। ৭ সদস্যের সংসারে এখন অভাব-অনটন লেগেই রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে চিকিৎসা খরচ।
এ অবস্থায় সরকার ও সমাজের বিত্তবানদের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। বোন শিউলি খাতুন বলেন, আমার ভাই এখন চলতে পারে না। বাড়ি থেকে বের হলেই আমি সাথে যায়। আর কতদিন এভাবে চলবে সে।

প্লাস্টিকের পা কিনতে পারলে সে কোনমত চলাফেরা করতে পারতো। বৃদ্ধ বাবার সামর্থ্য নেই এতটাকা দেওয়ার। সমাজের বিত্তবানরা যদি আমার ভাইকে সহযোগিতা করতো কষ্টের মধ্যে হলেও সে একটু বেঁচে থাকতে পারতো। ফারুক হোসেন বলেন, আমার জীবন তো শেষ। আমার ২ টি সন্তান রয়েছে। এখন পারিনা কোন কাজ করতে। পারিনা ভিক্ষা করতে। এই অবস্থার মধ্য দিয়েই চলছে। এভাবেই জীবন পার করতে হবে। সন্তানদুটো মানুষ করতে পারলে আমি মরেও শান্তি পেতাম। কিন্তু তাদের লেখা-পড়া শেখাবো কি করে। কাজও করতে পারিনা। কোথাও যেতে পারিনা। একটি পা কিনতে চাচ্ছি। এতটাকাও নেই। মানুষের সহযোগিতা পেলে একটি পা কিনতে পারতাম। ফারুক হোসেনের সহযোগিতা করতে চাইলে তার বিকাশ নম্বর (০১৭৪১-৪২১০৮১)।

দামুড়হুদায় ৩ টি কন্যা সন্তান জন্ম দিলেন এক গৃহবধূ

দামুড়হুদায় মা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সফল সিজারিয়ান এর মাধ্যমে ৩ টি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন শিখা নামের এক গৃহবধূ ।
জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার পাঠাচোরা গ্রামের হামজার স্ত্রী শিখা খাতুনের (৩০) প্রসব বেদনা শুরু হয় গত পরশু। পরিবারের নিকটজনেরা গৃহবধূ শিখাকে উপজেলার দামুড়হুদা মা ক্লিনিকে নেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক গৃহবধূর সার্বিক দিক বিবেচনা করে সিজার করার সিদ্ধান্ত নেন। পরে ঐ দিন বিকাল ৪ টার দিকে সার্জন ডাঃ আবু হাসানুজ্জামান নুপুর সফল অস্ত্রপ্রচারের মাধ্যমে একে একে ৩ টি কন্যা সন্তান উঠিয়ে নেন। শিখা পাঠাচোরা গ্রামের হামজার স্ত্রী ও একই গ্রামের সাবদার আলী মেয়ে। হামজা ওশিখা দম্পতির সংসারে আগে ১৬ ও ৫ বছরের ২ টি কন্যা সন্তান রয়েছেন বলে জানা যায়।
গৃহবধূর নিকটতম এক আত্মীয়র মাধ্যমে জানা গেছে, ভূমিষ্ঠ হওয়া ৩ টি কন্যার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ততটা ভালো না। গৃহবধূ শিখার স্বামী ও ৫ কন্যার পিতা হামজা কৃষি কাজ করতেন। সে নিজে ও পরিবারের স্বচ্ছলতা ফেরাতে প্রায় ২ মাস আগে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন কর্মের জন্য।

কন্যা সন্তাদের মা জানান, একসঙ্গে তিন সন্তান পেয়ে আমি ও মেয়েদের বাবা খুশি, আমার আগেও ২ টি কন্যা সন্তান আছেন। বর্তমানে আমার ৫ টি কন্যা সন্তান হলো। আমি আমার সন্তানদের লেখাপড়া করিয়ে মানুষের মতো মানুষ করতে চাই। আপনারা আমার পরিবার ও সন্তানদের জন্য দোয়া করবেন।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর নিকট থেকে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার গৃহবধূ শিখা দম্পতির সিজারিয়ানের মাধ্যমে কোল জুড়ে ৩ টি কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছে। ভূমিষ্ঠ ৩ টি শিশু কন্যাসহ গৃহবধূ শিখা সুস্থ আছেন।

দর্শনা প্রেস ক্লাবে ৩ সাংবাদিককে ফুলেল শুভেচ্ছা

দর্শনা প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির পক্ষ থেকে ৩ সাংবাদিককে ফুলেল শুভেচ্ছা দেয়া হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে দর্শনা প্রেস ক্লাবে ফুলেল শুভেচ্ছা দেয়া হয় জীবননগর পৌরসভায় ওয়ার্ড কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ায় সাংবাদিক জামাল হোসেনকে, এশিয়ান টেলিভিশনের সেরা প্রতিবেদক হওয়ায় আজাদ হোসেনকে ও মাইটি’র জেলা প্রতিনিধি হিসেবে পুরস্কৃত হওয়ায় ইকরামুল হক পিপুলকে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাধারণ সম্পাদক হারুন রাজু, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদ হাসান রনি, সাবেক সভাপতি হানিফ মন্ডল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল মেহমুদ, আহসান হাবীব মামুন, সাংবাদিক এফএ আলমগীর, ইয়াসির আরাফাত মিলন, হাসমত আলী, আ. রহমান, জামান তারিক, জিল্লুর রহমান মধু, মুনজুরুল ইসলাম, মাসুম বিল্লাহ, ওয়াসিম রয়েল, ইমতিয়াজ রয়েল, সুকমল চন্দ্র দাস বাধন, সুজন মাহমুদ, আবির হাসান রিফাত, ফরহাদ হোসেন প্রমুখ।

দর্শনায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবীতে রাজপথে সাংবাদিকরা

সারাদেশে সাংবাদিক নির্যাতন ও হত্যার প্রতিবাদসহ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবীতে রাজপথে নেমেছে সাংবাদিকরা। দর্শনা প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির যৌথ আয়োজনে করা হয়েছে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচি।
এ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে জেলার ৫ টি প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির নেতৃবৃন্দ। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা প্রেস ক্লাবের সামনের মহাসড়কে প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপি মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।
এ সময় সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ, হত্যা বন্ধ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন অবিলম্বে বাতিলের দাবী তুলে বক্তব্য দেন দর্শনা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জামাল হোসেন, জীবননগর প্রেস ক্লাবের দপ্তর সম্পাদক শামসুল আলম চঞ্চল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান, হিজলগাড়ি প্রেস ক্লাবের সভাপতি আরিফ হাসান, সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা, শামীম মিজি, সরোজগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক লাবলুর রহমান, প্রচার সম্পাদক ইকরামুল হক, হাসাদাহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি ডিএম মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান রিপন, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরুর সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য দেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল মেহমুদ, আহসান হাবীব মামুন, মনিরুজ্জামান সুমন, ইয়াসির আরাফাত মিলন, সিনিয়র সাংবাদিক এফএ আলমীগর ও আজাদ হোসেন।
দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি হানিফ মন্ডলের উপস্থাপনায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বর্তমান পরিষদের সহ-সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলা, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদ হাসান রনি, সাংবাদিক হাসমত আলী, আ. রহমান, জামান তারিক, জিল্লুর রহমান মধু, মুনজুরুল ইসলাম, মাসুম বিল্লাহ, আলমগীর, ওয়াসিম রয়েল, ইমতিয়াজ রয়েল, সুকমল চন্দ্র দাস বাধন, সুজন মাহমুদ, আবির হাসান রিফাত, ফরহাদ হোসেন, আফজাজুল হক, আলতাব হোসাইন, ইয়াছিন জুয়েল প্রমুখ।

আয়োজনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক, হারুন রাজু। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সাংবাদিকদের স্বাধীনতার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ আইন বলবৎ থাকলে দুর্নিতীবাজ ও অপরাধীরা সহজেই পার পেয়ে যাবে। সাংবাদিকরাই সকল অন্যায় ও দুর্নিতীর বিরুদ্ধে খুরধার লেখনীর মধ্য দিয়ে সমাজ তথা জাতীর সামনে তুলে ধরে। তাই এ কালো আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। সেই সাথে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে। অহেতুক মিথ্যা অভিযোগ তুলে যে সকল সাংবাদিককে কারাবন্দি রাখা হয়েছে অবিলম্বে তাদের মুক্তি দিতে হবে। অন্যথায় রাজপথ ছাড়বেনা সাংবাদিকরা।

আলমডাঙ্গায় স্ত্রীর মামলায় স্বামী আটক

স্ত্রীর দায়েরকৃত যৌতুক ও নারী নির্যাতন মামলায় স্বামী হাসানকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার দুপুর ৩ টার দিকে ঘোলদাড়ি পাইকপাড়া গ্রাম থেকে তাকে আটক করে পুলিশ।
জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের ঘোলদাড়ি পাইকপাড়া গ্রামের আজিজুল হোসেনের ছেলে হাসান (২৬) এর সাথে সদর থানাধীন সরোজগঞ্জের ভুল্টিয়া নবীনগর গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেনের মেয়ে দীপ্তি খাতুনের সাথে গত ২ বছর পূর্বে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয়।
তাদের দাম্পত্য জীবনে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। বৈবাহিক সূত্রে, দীপ্তির পিতা তার জামাইকে ১ টি ডিসকভারি মোটরসাইকেল যৌতুক হিসেবে দেয়। মোটরসাইকেল দেওয়ার কয়েক মাস পরেই দীপ্তিকে তার বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলে হাসান।
দীপ্তি তার পিতার বাড়ি থেকে টাকা আনতে নারাজ হওয়ায় তাকে মারপিট করে। মেয়ের সুখের আশায় দীপ্তির পিতা আবারো ৫০ হাজার টাকা দেয়। টাকা দেওয়ার ৬ মাস পার হতে না হতেই আবারো টাকার নেশা ওঠে হাসানের। শ্বশুরের ২ বিঘা জমি বিক্রয় করে ৫ লক্ষ টাকা আনতে বলে স্ত্রী দীপ্তিকে।
দীপ্তি আবারো তার বাবার নিকট থেকে জমি বিক্রয় করে টাকা আনতে

পারবে না বলে জানায়। হাসান তার স্ত্রীর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে রুটি বানানো বেলুন দিয়ে বেধড়ক মারপিট করে।
এ ঘটনায় দীপ্তি গুরুত্বর আহত হওয়ার সংবাদে তার পিতা জাহাঙ্গীর উপস্থিত হয়ে দীপ্তিকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ঘটনায় দীপ্তি বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করে।

জামাত-বিএনপি’রা দেশের উন্নয়ন সহ্য করতে পারছে না- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

এফ এফ রুপক:

জামাত-বিএনপিরা বর্তমান সরকারের উন্নয়ন সহ্য করতে পারেনা। তারা সবকিছুতেই সমালোচনা করে। বাংলাদেশে করোনার প্রাদুর্ভাব যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন সমালোচনা করেছে, জননেত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষন নেতৃত্বে করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশ যখন অন্য দেশের তুলনায় সফল তখনও সমালোচনা করেছে। বিশ্বের বড় বড় দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ যখন করোনার ভ্যাকসিন পেলো এবং জনগন সেই ভ্যাকসিন আগ্রহের সাথে গ্রহন করছে। এই ভ্যাকসিন নিয়েও বিএনপি’র নেতারা বিরুপ মন্তব্য করেছে।

কিন্তু এর পরও দেখা যাচ্ছে এখন বিএনপি’র নেতারাও চুরি করে ভ্যাকসিন নিচ্ছে। শুক্রবার বিকালে মেহেরপুরের পিরোজপুরে আওমী লীগের জনসভায় এসব কথা বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন। তিনি আরও বলেন, ২০০৫-০৬ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ৫শ ৩০ মার্কিন ডলার। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ধনী দেশ হচ্ছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিনত হয়েছে। এটা বিএনপি’র সহ্য হচ্ছে না। ফরহাদ হোসেন আরও বলেন বিএনপি’র রাজনীতি মিথ্যার রাজনীতি, বিএনপি’র রাজণীতি অপপ্রচারের রাজনীতি। জনগণ তাদের আর বিশ্বাস করে না।

গাংনী পৌর সভার হাট-বাজার টেন্ডার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

গাংনী পৌর সভার হাট-বাজার টেন্ডার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টার সময় পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে খোলা টেন্ডারে অংশ গ্রহণ করেন প্রায় দশ জন দরদাতা। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতা গাংনী কাচা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাহাদুল ইসলাম ৪২ লাখ ৪২ হাজার ও নিকোটতম দরদাতা মোঃ মোশারফ হোসেন ৪১ লাখ উপস্থিত ছিলেন। টেন্ডার কার্যক্রমে গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলীর উপস্থিতিতে টেন্ডার কার্যক্রম শুরু করা হয়।
এ সময় পৌর কাউন্সিলর, সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, পৌর সচিব, পৌর সভায় কর্মরত কর্মচারী ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে যৌণ উত্তেজক ওষুধ

সরকারি নিয়ম নীতি না মেনেই মেহেরপুরের বিভিন্ন বিভিন্ন হাট-বাজার ও পথে-ঘাটে অবাধে বিক্রি হচ্ছে নানা ধরনের যৌন উত্তেজক ওষুধ। মজমা বসিয়ে ক্রেতাদের আকর্ষণ করে নামহীন কোম্পানির এসব ওষুধ বিক্রি করা হচ্ছে। আর তা সেবন করে গ্রামের সহজ-সরল মানুষ জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। প্রশাসনিক কোন পদক্ষেপ না থাকায় অবাধে এসব ওষুধ বিক্রি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তবে প্রশাসন বলছে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, নিয়ম অনুযায়ী ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়া ও চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ওষুধ বিক্রি করা দন্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু তা মানা হচ্ছে না। ফুটপাথের হকাররা প্রকাশ্যে যৌন উত্তেজক পাওয়ার অয়েল, ডি বাজিকরণ, ম্যাক্স জেড, অ্যাপেক্স, ভিগোসা, লুমিসেক, ডেফরল, ভারতীয় যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট সেনেগ্রা, এডিগ্রা, মুনিস, ভিগো ফোর্ট ও টার্গেট এমনকি মহামারী করোনার ওষুধও বিক্রি